৪

বৈশ্বিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগের পরিবেশ

The Global Trade and Investment Environment

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিশ্বব্যাপী পরিচিত বাণিজ্য হলো পণ্য এবং সেবার আমদানি ও রপ্তানি। বৈশ্বিক বাণিজ্যের মাধ্যমে ধনী দেশের প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের শ্রম, প্রযুক্তি, মূলধনসহ অন্যান্য সম্পদ দক্ষতার সাথে ব্যবহার করতে পারে। এর জন্য সঠিক বিনিয়োগ পরিবেশের প্রয়োজন হয়। এই অধ্যায়ে আপনি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের রাজনৈতিক অর্থনীতি, বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ এবং আঞ্চলিক অর্থনৈতিক একীকরণ ও সমন্বিত চুক্তি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৪.১ : আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে রাজনৈতিক অর্থনীতি
পাঠ-৪.২ : বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ
পাঠ-৪.৩ : আঞ্চলিক অর্থনৈতিক একীকরণ ও সমন্বিত চুক্তিসমূহ

পাঠ-৪.১

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে রাজনৈতিক অর্থনীতি
The Political Economy of International Trade

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- মুক্ত বাণিজ্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- মুক্ত বাণিজ্যে সরকার কেন হস্তক্ষেপ করে, তা জানতে পারবেন;
- সরকারি হস্তক্ষেপের জন্য রাজনৈতিক যুক্তিগুলো কী, তা বুঝতে পারবেন;
- সরকারি হস্তক্ষেপের জন্য অর্থনৈতিক যুক্তিগুলো কী, তা জানতে পারবেন;
- বাণিজ্যনীতির উপকরণগুলো সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং
- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা এবং এর কার্যাবলি সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মুক্ত বাণিজ্য
Free Trade

মুক্ত বাণিজ্য হলো এমন একটি বাণিজ্যনীতি, যা আমদানি বা রপ্তানি বাণিজ্যকে সীমাবদ্ধ করে না। অন্যভাবে বলা যায় যে, মুক্ত বাণিজ্য হলো পণ্য ও সেবা আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণে সরকারি নীতিমালার মোট অনুপস্থিতি। যদিও অনেক দেশই নামমাত্রভাবে মুক্ত বাণিজ্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তার পরও তারা রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করে।

মুক্ত বাণিজ্যে সরকার কেন হস্তক্ষেপ করে?
Why does Government intervene in Free Trade?

প্রধানত দুটি কারণে সরকার মুক্ত বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করে। কারণ দুটি হলো : রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক।

- রাজনৈতিক যুক্তিগুলো কোনো জাতির নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষার সাথে সম্পর্কিত হয়।
- অর্থনৈতিক যুক্তি সাধারণত কোনো জাতির সামগ্রিক সম্পদ বৃদ্ধির সাথে উদ্বুদ্ধ হয়।

সরকারি হস্তক্ষেপের জন্য রাজনৈতিক যুক্তিগুলো কী?
What are the Political Arguments for Government Intervention?

- চাকরির সুরক্ষা করা;
- দেশীয় শিল্পের সুরক্ষা করা;
- বিদেশি প্রতিযোগিতার প্রতিশোধ নেওয়া;
- ‘বিপজ্জনক’ পণ্য থেকে গ্রাহকদের সুরক্ষা দেওয়া;
- পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য জোরদার করা এবং
- রপ্তানিকারক দেশে ব্যক্তিদের মানবাধিকার রক্ষা করা।

সরকারি হস্তক্ষেপের জন্য অর্থনৈতিক যুক্তিগুলো কী?
What are the Economic Arguments for Government Intervention?

অর্থনৈতিক কারণেও সরকার বাণিজ্যনীতিতে হস্তক্ষেপ করে। সবচেয়ে বড় কারণগুলোর মধ্যে একটি হলো নতুন শিল্পকে মারাত্মক প্রতিযোগিতা থেকে রক্ষা করা। এই বিষয়টি উন্নয়নশীল দেশে শিল্পগুলোর জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, যারা অনেক সময়ই বৃহত্তর দেশগুলোর বিরুদ্ধে টিকে থাকতে পারে না। এই মতাদর্শের একটি সমস্যা হলো ছোট ও নবীন শিল্পগুলোকে রক্ষা করার ফলে কখনো কখনো অদক্ষ সংগঠন তৈরি করতে পারে, যা পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রবেশের পক্ষে উপযুক্ত নয়।

সরকারের হস্তক্ষেপের সর্বশেষ অর্থনৈতিক কারণটি কৌশলগত বাণিজ্যনীতির ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে স্কেল অর্থনীতির কারণে সরকার হস্তক্ষেপ না করলে কেবল কয়েকটি আন্তর্জাতিক ব্যবসায়প্রতিষ্ঠান বেঁচে থাকবে।

বাণিজ্য নীতির উপকরণ সমূহ

Instruments of Trade policy

বাণিজ্যনীতির প্রধানত সাতটি উপকরণ রয়েছে। এগুলো হলো :

১. শুল্ক (Tariff) ;
২. ভর্তুকি (Subsidy);
৩. আমদানি/রপ্তানি কোটা (Import/Export Quota);
৪. স্বেচ্ছাসেবী রপ্তানিতে বাধা (Voluntary Export Restraint);
৫. স্থানীয় সামগ্রীর প্রয়োজনীয়তা (Local Content Requirements);
৬. অ্যান্টিডাম্পিং নীতি (Antidumping Policies) এবং
৭. প্রশাসনিক নীতিমালা (Administrative Policies)।

১. শুল্ক (Tariff)

শুল্ক হলো একটি আরোপিত কর, যা এক দেশ থেকে অন্য দেশে পণ্য ও সেবা আমদানি করার সময় আরোপ করা হয়। অন্য দেশ থেকে কেনা পণ্য এবং সেবার মূল্য বাড়িয়ে আমদানি সীমাবদ্ধ করতে শুল্ক ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো বিদেশি পণ্যের পরিবর্তে দেশীয় পণ্যকে আকর্ষণীয় করা। অন্যভাবে বলা যেতে পারে, শুল্ক হলো সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে আমদানি বা রপ্তানির ওপর আরোপিত কর। এটি বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের একটি পদ্ধতি বা পন্থা এবং এমন একটি নীতি, যা দেশীয় শিল্পকে উৎসাহিত বা সুরক্ষার জন্য বিদেশি পণ্যগুলোর কর বাড়িয়ে দেয়। ফলে দেশীয় উৎপাদকরা উপকৃত হন এবং দেশে চাকরির সুযোগও বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে শুল্কের ফলে গ্রাহকদের বেশি দামে বিদেশি পণ্য কিনতে হয়।

২. ভর্তুকি (Subsidy)

ভর্তুকি হলো সরকার দ্বারা কোনো ব্যক্তি, ব্যবসা বা প্রতিষ্ঠানকে প্রদত্ত একটি সুবিধা। এটি সাধারণত নগদ অর্থ প্রদান বা কর হ্রাস করার মাধ্যমে প্রদান করা হয়ে থাকে। এটি প্রায়ই জনগণের সামগ্রিক স্বার্থ হিসেবে বিবেচিত হয়। ভর্তুকির উদ্দেশ্য সমাজের কল্যাণকে জোরদার করা। এটি সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যয়ের একটি অংশ। বাংলাদেশে বড় বড় ভর্তুকি হলো পেট্রোলিয়াম, সার, খাদ্য, সুদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভর্তুকি। ভর্তুকি অনেকভাবে দেওয়া যেতে পারে। যেমন : নগদ অনুদান, স্বল্প সুদে ঋণ, কর বিরতি, ইক্যুইটি অংশগ্রহণ, সরকারি ক্রয় ইত্যাদি।

৩. আমদানি/রপ্তানি কোটা (Import/Exort Quota)

কোটা হলো একটি সরকার কর্তৃক প্রয়োগকৃত বাণিজ্য বিধি-নিষেধ, যা একটি নির্দিষ্ট সময়কালে কোনো দেশ আমদানি বা রপ্তানি করতে পারে, এমন পণ্যের সংখ্যা বা আর্থিক মূল্যকে সীমাবদ্ধ করে। অনেক সময়ই বাণিজ্যের পরিমাণকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে কোটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আবার আমদানি হ্রাস এবং দেশীয় উৎপাদন বাড়াতে নির্দিষ্ট পণ্যগুলোতে কোটা আরোপ করা হয়। এই তত্ত্ব অনুসারে কোটা বিদেশি প্রতিযোগিতা সীমাবদ্ধ করে এবং দেশীয় উৎপাদন বাড়ায়।

৪. স্বেচ্ছাসেবী রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ (Voluntary Export Restraint: VER)

আমদানিকারক দেশের সরকারের অনুরোধে রপ্তানিকারক দেশ কর্তৃক বাণিজ্যের ওপর স্ব-আরোপিত রপ্তানি নিয়ন্ত্রণকে স্বেচ্ছাসেবী রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ বলে। সাধারণত আমদানি-প্রতিযোগী শিল্পগুলো যখন বিশেষ রপ্তানিকারক দেশগুলোর আমদানি পরিমাণ থেকে দেশীয় শিল্পের সুরক্ষা চায়, তখন সাধারণত স্বেচ্ছাসেবী রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ উত্থাপিত হয়। স্বেচ্ছাসেবী রপ্তানি নিয়ন্ত্রণের ফলে আমদানিকারক দেশে প্রতিযোগিতা হ্রাস পায় এবং পণ্যের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় আমদানিকারক দেশের

উৎপাদকরা অধিক মুনাফা অর্জন করতে পারে। ফলে দেশে অনেক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ, জাপানি গাড়ি প্রস্তুতকারীরা স্বেচ্ছায় তাদের গাড়ি রপ্তানি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হ্রাস করেছে। চুক্তিটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গাড়িশিল্পকে সহায়তা, সুরক্ষা এবং পুনরুত্থিত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল।

৫. স্থানীয় সামগ্রীর প্রয়োজনীয়তা

Local Content Requirements

স্থানীয় সামগ্রীর প্রয়োজনীয়তা হলো একটি নীতিগত পদক্ষেপ, ফলে অভ্যন্তরীণ পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নির্দিষ্ট অংশ/পরিমাণ স্থানীয় উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। এর ফলে স্থানীয় উৎপাদকরা উপকৃত হয়ে থাকে।

৬. প্রশাসনিক বাণিজ্যনীতি

Administrative Polices

প্রশাসনিক বাণিজ্যনীতি হলো আমলাতান্ত্রিক নিয়ম, যা প্রায়ই ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো দেশে নির্দিষ্ট আমদানির প্রবাহকে সীমাবদ্ধ করার জন্য তৈরি করা হয়। জাপানিরা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাধা তৈরিতে এই নীতি ব্যবহারে দক্ষ হিসেবে বিবেচিত হয়।

৭. অ্যান্টিডাম্পিং নীতি

Antidumping Policies

উৎপাদন ব্যয়ের নিচে বিদেশি বাজারে পণ্য বিক্রি করা বা বিদেশি বাজারে ‘ন্যায্য’ বাজারমূল্যের নিচে পণ্য বিক্রয়কে ডাম্পিং বলে। অ্যান্টিডাম্পিং নীতি ব্যবহার করা হয় ডাম্পিংয়ে জড়িত বিদেশি ব্যবসায়প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রতিকূল পরিবেশ তৈরি করার জন্য, যা দেশীয় উৎপাদকদের ‘অন্যায়’ বিদেশি প্রতিযোগিতা থেকে রক্ষা করে।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা

World Trade Organization (WTO)

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা হলো (World Trade Organization, WTO) একমাত্র আন্তর্জাতিক সংস্থা, যা বিভিন্ন জাতির মধ্যে বাণিজ্যের নিয়ম নিয়ে কাজ করে। WTO-এর লক্ষ্য হলো পণ্য ও সেবা উৎপাদক, রপ্তানিকারক এবং আমদানিকারকদের ব্যবসা পরিচালনায় সহায়তা করা। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাটি এর সদস্য সরকার দ্বারা পরিচালিত হয়। সমস্ত বড় সিদ্ধান্ত সামগ্রিকভাবে সদস্যপদ দ্বারা, মন্ত্রী দ্বারা অথবা তাঁদের রাষ্ট্রদূত বা প্রতিনিধি দ্বারা (যাঁরা জেনেভাতে নিয়মিত দেখা করেন) নেওয়া হয়ে থাকে।

সারসংক্ষেপ :

মুক্ত বাণিজ্য হলো পণ্য ও সেবা আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণে সরকারি নীতিমালার মোট অনুপস্থিতি। প্রধানত দুটি কারণে সরকার মুক্ত বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করে। কারণ দুটি হলো রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক। বাণিজ্যনীতির প্রধানত সাতটি উপকরণ রয়েছে। শুল্ক হলো একটি আরোপিত কর, যা এক দেশ থেকে অন্য দেশে পণ্য ও সেবা আমদানি করার সময় আরোপ করা হয়ে থাকে। ভর্তুকি হলো ব্যক্তি, ব্যবসা বা প্রতিষ্ঠানকে সাধারণত সরকার দ্বারা প্রদত্ত একটি সুবিধা। এটি সাধারণত নগদ অর্থ প্রদান বা কর হ্রাস করার মাধ্যমে দেওয়া হয়ে থাকে। কোটা হলো কোনো সরকার কর্তৃক প্রয়োগকৃত বাণিজ্য বিধি-নিষেধ, যা একটি নির্দিষ্ট সময়কালে কোনো দেশ আমদানি বা রপ্তানি করতে পারে, এমন পণ্যগুলোর সংখ্যা বা আর্থিক মূল্যকে সীমাবদ্ধ করে। স্বেচ্ছাসেবী রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ হলো একটি রপ্তানিকারক দেশ অন্য দেশে রপ্তানিতে অনুমতি দেয়, এমন পরিমাণের ওপর বাণিজ্য সীমাবদ্ধতা। উৎপাদন ব্যয়ের নিচে বিদেশি বাজারে পণ্য বিক্রি করা বা বিদেশি বাজারে ‘ন্যায্য’ বাজারমূল্যের নিচে পণ্য বিক্রয়কে ডাম্পিং বলে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা হলো (World Trade Organization, WTO) একমাত্র আন্তর্জাতিক সংস্থা, যা বিভিন্ন জাতির মধ্যে বাণিজ্যের নিয়ম নিয়ে কাজ করে। WTO-এর লক্ষ্য হলো পণ্য ও সেবা উৎপাদক, রপ্তানিকারক এবং আমদানিকারকদের ব্যবসা পরিচালনায় সহায়তা করা।

পাঠ-৪.২ বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ
Foreign Direct Investment (FDI)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ কীভাবে কাজ করে, তা সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের প্রকারভেদগুলো বর্ণনা করতে পারবেন;
- বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো বুঝতে পারবেন;
- বৈদেশিক বিনিয়োগ জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত কি না, তা বুঝতে পারবেন;
- যে বিষয়গুলো একটি প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে, তা সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- সরকার কীভাবে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগকে উৎসাহিত করে, তা বুঝতে পারবেন;
- কীভাবে সরকার বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগকে নিরুৎসাহিত করে বা সীমাবদ্ধ করে, তা জানতে পারবেন;
- রাজনৈতিক চিন্তাধারা এবং বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের মতাদর্শ সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং
- আয়োজক দেশে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগে এর সুবিধা কী, তা বুঝতে পারবেন।

বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ
Foreign Direct investment (FDI)

বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (এফডিআই) হলো এমন এক ধরনের বিনিয়োগ, যার মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠান বা কোনো ব্যক্তি ব্যবসায়িক স্বার্থে অন্য দেশে বিনিয়োগ করে। সাধারণত যখন বিনিয়োগকারী বিদেশে ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড স্থাপন করে বা বিদেশি প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক সম্পদ অর্জন করে তখনই তা এফডিআই হয়। উদাহরণস্বরূপ, চীনে অ্যাপলের বিনিয়োগ এক ধরনের এফডিআই।

বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের উদাহরণগুলোর মধ্যে মার্জার (Merger), অধিগ্রহণ (Acquisition), খুচরা ব্যবসায় (Retail Business), সেবা (Services) এবং উৎপাদন (Production) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ এবং তাদের পরিচালিত আইনগুলো যেকোনো ব্যবসায়প্রতিষ্ঠানের বৃদ্ধি কৌশলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ একটি দেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই বিনিয়োগ পুঁজি-দরিদ্র দেশগুলোকে শারীরিক মূলধন গড়ে তুলতে, কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে, উৎপাদনশীল সক্ষমতা বিকাশ করতে সহায়তা করে। এ ছাড়া প্রযুক্তির স্থানান্তরের মাধ্যমে স্থানীয় শ্রমের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং পরিচালনাসংক্রান্ত জ্ঞান-পদ্ধতি এবং বৈশ্বিক অর্থনীতির সাথে দেশীয় অর্থনীতিকে সংহত করতে সহায়তা করে থাকে।

বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ কীভাবে কাজ করে?
How does a Foreign Direct Investment Works?

বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ সাধারণত উন্মুক্ত অর্থনীতিতে করা হয়ে থাকে, যা বিনিয়োগকারীর জন্য কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির বিপরীতে দক্ষ কর্মী এবং উচ্চতর টার্ন ওভারের সম্ভাবনা সরবরাহ করে থাকে। বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ শুধুমাত্র মূলধন বিনিয়োগ বা সম্পদ অর্জনের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়। এর মূল বৈশিষ্ট্য হলো, এটি বিদেশি ব্যবসায়ের সিদ্ধান্ত

গ্রহণের ওপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ বা কমপক্ষে যথেষ্ট প্রভাব প্রতিষ্ঠা করতে পারে। বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ বিভিন্ন উপায়ে করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, বিদেশে কোনো সহায়ক প্রতিষ্ঠান বা সহযোগী প্রতিষ্ঠানের দ্বারা অথবা বিদ্যমান বিদেশি প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণের আগ্রহ অর্জনের মাধ্যমে বা কোনো বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সাথে একীভূতকরণ বা যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে।

বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের প্রকারভেদ

Types of Foreign Direct Investment

বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগগুলোকে সাধারণত অনুভূমিক, উলম্ব এবং সংঘবদ্ধ প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়।

১. **অনুভূমিক বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (Horizontal FDI) :** একটি অনুভূমিক বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ বলতে বোঝায় যে বিনিয়োগকারী বিদেশে একই ধরনের ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করে যেমন করে তার নিজ দেশে পরিচালিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত একটি সেল ফোন সরবরাহকারী একইভাবে চীনে সেল ফোন সরবরাহকারী স্টোর খোলার হলো। এই জাতীয় এফডিআইয়ের অধীনে একটি ব্যবসায় তার অভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকে অন্য দেশে প্রসারিত করে থাকে।

২. **উলম্ব বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (Vertical FDI) :** একটি উলম্ব বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ হলো বিনিয়োগকারীরা মূল ব্যবসায় থেকে আলাদা হয়ে তার সম্পর্কিত ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড বিদেশে প্রতিষ্ঠিত বা অধিগ্রহণ করে। যেমন একটি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান যখন কোনো বিদেশি প্রতিষ্ঠানে আগ্রহ অর্জন করে, যা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় অংশ বা কাঁচামাল সরবরাহ করে পণ্য তৈরিতে সহায়তা করে। এই ধরনের বিনিয়োগে ব্যবসায়ী বিদেশে বিভিন্ন ব্যবসায়িক কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। তবে এই কর্মকাণ্ডগুলো মূল ব্যবসায়ের সাথে সম্পর্কিত হয়ে থাকে।

৩. **সংঘবদ্ধ বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (Conglomerate FDI) :** একটি সংঘবদ্ধ বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ হলো যখন একটি প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি তার দেশে বিদ্যমান ব্যবসায়ের সাথে সম্পর্কিত নয়, এমন কোনো ব্যবসায়প্রতিষ্ঠানে বিদেশি বিনিয়োগ করে। এই ধরনের বিনিয়োগ এমন একটি শিল্পে প্রবেশের সাথে জড়িত, যেখানে বিনিয়োগকারীর কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই। তাই এটি প্রায়ই ইন্ডাস্ট্রিতে ইতোমধ্যে পরিচালিত বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সাথে একটি যৌথ উদ্যোগের রূপ নেয়।

বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের পদ্ধতি

Methods of Foreign Direct Investment

বিভিন্ন উপায়ে বিদেশি বিনিয়োগকারী বিদেশে সরাসরি বিনিয়োগ করতে পারে। এমনকি বিনিয়োগকারী তার ব্যবসা অন্য দেশেও প্রসারিত করতে পারে। তারা তাদের দেশের বাইরে অবস্থিত কোনো ব্যবসায়ের ভোটিং স্টকও অর্জন করতে পারে। বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীরা কীভাবে বিদেশি বাজারে প্রবেশ করতে পারে, সেগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো :

- **অধিগ্রহণ ও একত্রীকরণের মাধ্যমে (Merger and Acquisitions) :** বিভিন্ন ধরনের আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানগুলো যখন ব্যবসায়িক মালিকানা হস্তান্তর করে বা তাদের অপারেটিং ইউনিটগুলো যখন অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে একীভূত করে তখন তাকে অধিগ্রহণ ও একত্রীকরণ বলে।
- **আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে (Joint Ventures with Foreign Corporations):** দুই বা ততোধিক দেশের দুটি ব্যবসায়প্রতিষ্ঠান যখন অংশীদারির ভিত্তিতে ব্যবসায় গঠন করে তখন তাকে আন্তর্জাতিক যৌথ উদ্যোগ ব্যবসায় বলে।

- **বিদেশে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সহায়ক প্রতিষ্ঠান হিসেবে শুরু করার মাধ্যমে (Starting a Subsidiary of a Domestic Firm in a Foreign Country) :** বিদেশে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সহায়ক প্রতিষ্ঠান হিসেবে শুরু করার মাধ্যমেও আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ে জড়িত হওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে সহায়ক প্রতিষ্ঠানের সদর দপ্তর অন্য দেশে অবস্থিত।

বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের সুবিধা ও অসুবিধা

Advantages and Disadvantages of Foreign Direct Investment

আয়োজক দেশের সরকারের সাথে বৈদেশিক বিনিয়োগের অনেক ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে। প্রভাবগুলো নিয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে। নিম্নে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো আলোচনা করা হলো :

এফডিআইয়ের সুবিধাসমূহ (Advantages of FDI)

একটি আয়োজক দেশের জন্য অভ্যন্তরীণ এফডিআইয়ের প্রধানত চারটি সুবিধা রয়েছে। এগুলো হলো :

- **রিসোর্স স্থানান্তর প্রভাব (Resource Transfer Effect) :** এফডিআই পুঁজি এবং উন্নত প্রযুক্তি প্রবর্তনে ভূমিকা রাখে।
- **কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে ভূমিকা (Employment Effect) :** এফডিআই কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা করে এবং বেকারত্ব দূরীকরণে ভূমিকা রাখে।
- **সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি (Generation of more Government Revenue) :** বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি পায় এবং দেশের উন্নয়ন বৃদ্ধি পায়।
- **অর্থ প্রদানের ভারসাম্য (Balance of Payment) :** অর্থ প্রদানের ভারসাম্য একটি নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য পণ্য ও সেবার আমদানি-রপ্তানির সমস্ত লেনদেন পরীক্ষা করে। এটি সরকারকে একটি নির্দিষ্ট শিল্পের রপ্তানি বৃদ্ধির সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করতে এবং সেই বৃদ্ধিকে সমর্থন করার জন্য নীতিমালা তৈরি করতে সহায়তা করে।
- **প্রতিযোগিতা ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ওপর প্রভাব (Impact on competition and economic growth) :** এফডিআই বাজারের বাজারে প্রতিযোগিতার মাত্রা বাড়ায়, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, পণ্য ও প্রক্রিয়া উদ্ভাবন এবং বৃহত্তর অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ঘটাতে সহায়তা করে।

বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত সমস্ত সুবিধার সম্মিলিত প্রভাব আয়োজক দেশে জীবনযাত্রার মানের সামগ্রিক উন্নতি ঘটাতে পারে, পাশাপাশি এর অনুপ্রবেশ বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতা বাড়িয়ে তুলতে পারে।

এফডিআইয়ের অসুবিধাসমূহ (Disadvantages of FDI)

এফডিআইয়ের অসুবিধাগুলো নিচে আলোচনা করা হলো :

- **দেশীয় বিনিয়োগের প্রতিবন্ধকতা (Hindrance to Domestic Investment) :** বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের উন্নতর কার্যক্রম কখনো কখনো দেশীয় বিনিয়োগকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে।
- **বিনিময় হারে নেতিবাচক প্রভাব (Negative Influence on Exchange Rates) :** বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগগুলো মাঝেমধ্যে এক দেশের সুবিধার্থে অন্য দেশের ক্ষতিতে বিনিময় হারকে প্রভাবিত করতে পারে।
- **এটি শোষণের দিকে নিয়ে যেতে পারে (It can lead to Exploitation) :** বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের ফলে শোষণ বিভিন্ন স্তরে ঘটতে পারে। একটি বিদেশি সরকার বিনিয়োগ দখল করতে বেছে নিতে পারে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সম্পত্তি বা মালিকানা সম্পর্কিত তথ্য জব্দ করতে পারে।
- **মূলধন বহির্মুখী প্রবাহের ঝুঁকি (Risk of Capital Outflow) :** বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের কার্যকলাপে অর্জনকৃত মুনাফা অন্য দেশে স্থানান্তর করা হয়। ফলে মূলধন বহির্মুখী প্রবাহের ঝুঁকি বেড়ে যায়।

এ ছাড়া আরো বিভিন্ন কারণে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ একটি দেশের উন্নয়নের অন্তরালে ক্ষতির কারণ হতে পারে।

বিদেশি বিনিয়োগ কি জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত? কেন অথবা কেন নয়?

Are Foreign Investments included in GDP? Why or why not?

হ্যাঁ, বৈদেশিক বিনিয়োগ কিছু নির্দিষ্ট শর্তে জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বিনিয়োগ বলতে অর্থনীতির মূলধন স্টক সংযোজনকে বোঝায়, অর্থাৎ বিনিয়োগ একটি দেশের অর্থনীতির উৎপাদনশীল সক্ষমতা বৃদ্ধি করে। সুতরাং যখন কোনো বিদেশি প্রতিষ্ঠান কোনো দেশীয় প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করে যেমন : এফডিআই হিসাবে বা এই অর্থ নতুন সম্পদ কেনার জন্য বিনিয়োগ করে যেমন : একটি নতুন প্লান্ট, যন্ত্রপাতি, কারখানার জন্য সরঞ্জামাদি কেনা, জমি কেনা, বিল্ডিং ইত্যাদি। এই বিনিয়োগটি মূলধন স্টকে স্থায়ী মূলধন বা কার্যকরী মূলধন হিসেবে যোগ হয় এবং মোট দেশীয় মূলধন গঠনের (Gross Domestic Capital Formation) অংশ হিসেবেও কাজ করে, যা জিডিপির একটি অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

যে বিষয়গুলো একটি প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে

Factors that Influences an Organiation's Decision to Invest

পণ্য এবং সেবা ক্রয় করা বা কোনো স্থানীয় বাজারে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া তা একটি ব্যবসায়ের সামগ্রিক কৌশলের ওপর নির্ভর করে। বিদেশে প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো একটি প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে, তা নিম্নে আলোচনা করা হলো :

- **খরচ (Expenses) :** স্থানীয় বাজারে উৎপাদন অন্য কোথাও এর তুলনায় সস্তা কি না?
- **লজিস্টিকস (Logistics) :** পরিবহন ব্যয় উল্লেখযোগ্য হলে স্থানীয়ভাবে উৎপাদন করা কি সহজ হবে?
- **বাজার (Market) :** প্রতিষ্ঠানটি কি একটি উল্লেখযোগ্য স্থানীয় বাজার চিহ্নিত করেছে?
- **প্রাকৃতিক সম্পদ (Natural Resources) :** প্রতিষ্ঠানটি স্থানীয় প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কি আগ্রহী?
- **প্রযুক্তি (Technologies) :** প্রতিষ্ঠানটি কি স্থানীয় প্রযুক্তি বা ব্যবসায়িক প্রক্রিয়া জ্ঞানের সুযোগ চায়?
- **গ্রাহক ও প্রতিযোগী (Customers and Competitors) :** প্রতিষ্ঠানের গ্রাহক বা প্রতিযোগীরা কি দেশে কাজ করে?
- **নীতি (Policies) :** এক দেশে বনাম অন্য দেশে বিনিয়োগের জন্য কি স্থানীয় উৎসাহ রয়েছে?
- **সহজবোধ্যতা (Understandability) :** দেশে বিনিয়োগ করা অথবা অপারেশন স্থাপন করা কি অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য বা এমন কোনো দেশ আছে, যেখানে সেটআপ সহজ হতে পারে?
- **সংস্কৃতি (Culture) :** প্রতিষ্ঠানের জন্য দক্ষ কর্মী আছে কি না বা কর্মীদের আরো প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হবে কি না?
- **প্রভাব (Effects) :** এই বিনিয়োগ কীভাবে প্রতিষ্ঠানের আয় এবং লাভজনকতায় প্রভাব ফেলবে?
- **মুনাফা স্থানান্তর (Transfer of profits) :** প্রতিষ্ঠানটি কি সহজেই দেশের বাইরে মুনাফা স্থানান্তর করতে পারে বা এর জন্য স্থানীয় নিষেধাজ্ঞাগুলো কী?
- **প্রস্থান (Exit) :** স্থানীয় বিনিয়োগ থেকে প্রতিষ্ঠানটি কি সহজেই এবং সুশৃঙ্খলভাবে প্রস্থান করতে পারে বা এর জন্য স্থানীয় আইনগুলো কি জটিল ও ব্যয়বহুল?

অনেক কারণের মধ্যে এগুলোও কারণ, যা প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারে। মনে রাখতে হবে যে কোনো প্রতিষ্ঠানের সরাসরি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে একটি ভালো বিকল্প হিসেবে বিবেচনা করার জন্য স্থানীয় বাজারে বিক্রি করার দরকার নেই। উদাহরণস্বরূপ, ব্যবসায়প্রতিষ্ঠানগুলো স্বল্প উৎপাদন ব্যয়ের দেশগুলোতে উৎপাদন সুবিধা স্থাপন করে এবং পরবর্তীতে তা বিশ্বের অন্যান্য বাজারে রপ্তানি করে।

সরকার কীভাবে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগকে উৎসাহিত করে?

How does Government Encourages FDI?

সরকার যখন তার দেশীয় অর্থনীতির প্রসার ঘটাতে চায় ও দেশে নতুন প্রযুক্তি, ব্যবসায় জ্ঞান এবং তাদের মূলধন আকর্ষণ করতে আগ্রহী হয় তখন একটি দেশের সরকার এফডিআইয়ের প্রচারে আগ্রহী হয়। বিভিন্নভাবে সরকার বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগকে উৎসাহিত করে। এগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো :

- **আর্থিক উৎসাহ (Financial Facilities) :** আয়োজক দেশ বৈদেশিক বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার জন্য কর এবং ঋণের সংমিশ্রণ সরবরাহ করে। এ ছাড়া সরকার তার দেশীয় প্রতিষ্ঠানে বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রচারের প্রচেষ্টায় বীমা, ঋণ এবং কর বিরতির সংমিশ্রণও সরবরাহ করতে পারে।

- **অবকাঠামো (Infrastructure) :** বৈদেশিক শিল্পকে বিনিয়োগে উৎসাহিত করার জন্য আয়োজক দেশের সরকার স্থানীয় অবকাঠামো-শক্তি, পরিবহন এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে উন্নয়ন করে। শুধু তা-ই নয়, সরকার দেশীয় ব্যবসায়প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্যও স্থানীয় অবস্থার উন্নতিতে কাজ করে।
- **প্রশাসনিক প্রক্রিয়া ও নিয়ন্ত্রক পরিবেশ (Administrative Processes and Regulatory Environment) :** আয়োজক দেশের সরকার আমলাতন্ত্র এবং নিয়ন্ত্রক পরিবেশকে হ্রাস করে বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরো আকর্ষণীয় করে তোলে।
- **শিক্ষায় বিনিয়োগ (Investment in Education) :** দেশের কর্মশক্তি উন্নত করার লক্ষ্যে সরকার শিক্ষা ও চাকরির প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি ব্যবসায়ের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড।
- **রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আইনি স্থিতিশীলতা (Political, Economical and Legal Stability) :** আয়োজক দেশের সরকার ব্যবসায়ীদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আইনি স্থিতিশীলতার নিশ্চয়তা দিয়েও বৈদেশিক বিনিয়োগে উৎসাহিত করতে পারে।

কীভাবে সরকার বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগকে নিরুৎসাহিত করে বা সীমাবদ্ধ করে?

How does Government Discourages or Restrict FDI?

বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সরকার স্থানীয় শিল্প এবং মূল সম্পদগুলো যেমন তেল, খনিজ ইত্যাদি রক্ষা করতে এবং জাতীয় ও স্থানীয় সংস্কৃতি সংরক্ষণ করতে, দেশীয় জনসংখ্যার সুরক্ষা দিতে, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বজায় রাখতে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। এর জন্য সরকার বিভিন্ন নীতি ও নিয়ম ব্যবহার করে :

- **মালিকানা সীমাবদ্ধতা (Ownership Restriction) :** স্থানীয় বাজার এবং শিল্পের নিয়ন্ত্রণ হাতে রাখার জন্য সরকার বৈদেশিক ব্যবসায়ের মালিকানা কিছু ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করে। এর প্রধান উদ্দেশ্য যেন দেশে ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে একচেটিয়া প্রভাব সৃষ্টি না হয়।
- **করের হার ও নিষেধাজ্ঞা (Tax Rates and Restrictions) :** সাধারণত সরকার বৈদেশিক বিনিয়োগের চেয়ে দেশীয় প্রতিষ্ঠানকে বিনিয়োগে প্ররোচিত করার প্রয়াসে করের ওপর বিভিন্ন বিধি-নিষেধ আরোপ করে।

রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ

Political Ideology and FDI

রাজনৈতিক চিন্তাধারার ওপর ভিত্তি করে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের তিনটি মতাদর্শ আছে। সেগুলো হলো :

১. **ভিত্তিগত মতাদর্শ (Radical View)**

এই মতাদর্শে বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের একটি উপকরণ এবং এটি আয়োজক দেশগুলোর শোষণের জন্য একটি সরঞ্জাম হিসেবে গণ্য করা হয়। বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো আয়োজক দেশ থেকে লাভ আহরণ করে এবং তাদের নিজ দেশে নিয়ে যায় আর অন্যদিকে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলো বিশ্বের কম উন্নত দেশগুলোকে তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে রাখতে চেষ্টা করে।

২. **মুক্তবাজার মতাদর্শ (Free-market View)**
তুলনামূলক সুবিধা বিবেচনা করে দেশগুলোর মধ্যে আন্তর্জাতিক উৎপাদন শুরু করা উচিত। বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো পণ্য এবং সেবা উৎপাদনকে সবচেয়ে দক্ষ স্থানে ছড়িয়ে দেওয়ার একটি উপকরণ হিসেবে কাজ করে। উৎস দেশ এবং আয়োজক দেশ উভয়ের জন্যই এফডিআই খুবই উপকারী।

৩. **বাস্তববাদী মতাদর্শ (Pragmatic View)**
এফডিআইয়ের সুবিধা এবং ব্যয় উভয়ই রয়েছে। মূলধন, দক্ষতা, প্রযুক্তি এবং কর্মসংস্থান নিয়ে এফডিআই কোনো আয়োজক দেশকে উপকৃত করতে পারে। নীতিগুলো এমনভাবে প্রণয়ন ডিজাইন করা হয়েছে, যেন তা জাতীয় সুবিধার সর্বাধিককরণ এবং জাতীয় ব্যয়কে হ্রাস করতে সহায়তা করে। সুবিধাগুলো ব্যয়ের চেয়ে বেশি হলেই এফডিআইয়ের অনুমতি দেওয়া উচিত বলে গণ্য করা হয়।

আয়োজক দেশে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের সুবিধা

Benefits of FDI to Host Country

একটি আয়োজক দেশের জন্য অভ্যন্তরীণ এফডিআইয়ের প্রধানত চারটি সুবিধা রয়েছে। এগুলো হলো :

- **রিসোর্স স্থানান্তর প্রভাব (Resource Transfer Effect) :** এফডিআই পুঁজি এবং উন্নত প্রযুক্তি প্রবর্তনে ভূমিকা রাখে।
- **কর্মসংস্থান প্রভাব (Employment Effect) :** এফডিআই কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা করে এবং বেকারত্ব দূরীকরণে ভূমিকা রাখে।
- **অর্থ প্রদানের ভারসাম্য (Balance of Payment) :** অর্থ প্রদানের ভারসাম্য একটি নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য পণ্য ও সেবার আমদানি-রপ্তানির সমস্ত লেনদেন পরীক্ষা করে। এটি সরকারকে একটি নির্দিষ্ট শিল্পের রপ্তানি বৃদ্ধির সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করতে এবং সেই বৃদ্ধিকে সমর্থন করার জন্য নীতিমালা তৈরি করতে সহায়তা করে।
- **প্রতিযোগিতা ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ওপর প্রভাব (Impact on Competition and Economic Growth) :** এফডিআই বাজারে প্রতিযোগিতার মাত্রা বাড়ায়, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, পণ্য ও প্রক্রিয়া উদ্ভাবন এবং বৃহত্তর অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ঘটাতে সহায়তা করে।

বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের ব্যয়

Costs of the Foreign Direct Investment

আয়োজক দেশগুলো এফডিআইয়ের জন্য তিনটি ব্যয় নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকে। বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানগুলো আয়োজক দেশের প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতার সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। তা ছাড়া অর্থ প্রদানের ভারসাম্যের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে এবং জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও স্বায়ত্তশাসনের অনুভূত ক্ষতি উদ্ভূত হতে পারে।

বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ কি জাতীয় স্বাধীনতার ক্ষতির কারণ?

Does the FDI cause lose in national independence?

বিদেশি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অত্যধিক শক্তি থাকার কারণে জাতীয় সার্বভৌমত্বে সমস্যা দেখা দিতে পারে। কেউ কেউ যুক্তি দেখান যে অর্থনৈতিক ও সরকারিভাবে শক্তিসম্পন্ন একটি বিদেশি বহুজাতিক উদ্যোগ আয়োজক দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে খুব সক্রিয় থাকতে পারে। কেউ কেউ এই ধারণাটি এগিয়ে নিয়ে যায় যে কোনো আয়োজক দেশ যদি কোনো বহুজাতিক উদ্যোগকে খুব বেশি ক্ষমতা পেতে দেয় এবং কোনো সেক্টরে একচেটিয়া অধিকার করতে দেয় তবে সেই আয়োজক দেশ বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের দেশের মধ্যস্থতার ওপর নির্ভর করতে হতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো আয়োজক দেশের প্রাকৃতিক গ্যাসের একচেটিয়া সরবরাহকারী বিদেশি হন তাহলে বহুজাতিক উদ্যোগের দেশ এবং আয়োজক দেশের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিরোধপূর্ণ পরিস্থিতিতে বহুজাতিক উদ্যোগ প্রাকৃতিক গ্যাসের সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে।

সারসংক্ষেপ :

বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (এফডিআই) হলো এমন এক ধরনের বিনিয়োগ, যার মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠান বা কোনো ব্যক্তি ব্যবসায়িক স্বার্থে অন্য দেশে বিনিয়োগ করে। উদাহরণস্বরূপ, চীনে অ্যাপলের বিনিয়োগ এক ধরনের এফডিআই। বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগগুলোকে সাধারণত অনুভূমিক, উলম্ব এবং সংঘবদ্ধ প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়। বিভিন্ন উপায়ে বিদেশি বিনিয়োগকারী বিদেশে সরাসরি বিনিয়োগ করতে পারে। সেগুলো হলো : অধিগ্রহণ ও একত্রীকরণের মাধ্যমে, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে এবং বিদেশে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সহায়ক প্রতিষ্ঠান হিসেবে শুরু করার মাধ্যমে। বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত সমস্ত সুবিধার সম্মিলিত প্রভাব আয়োজক দেশে জীবনযাত্রার মানের সামগ্রিক উন্নতি ঘটাতে পারে, পাশাপাশি এর অনুপ্রবেশ বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতা বাড়িয়ে তুলতে পারে। বৈদেশিক বিনিয়োগ কিছু নির্দিষ্ট শর্তে জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পণ্য এবং সেবা ক্রয় করা বা কোনো স্থানীয় বাজারে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া, তা একটি ব্যবসায়ের সামগ্রিক কৌশলের ওপর নির্ভর করে। সরকার যখন তার দেশীয় অর্থনীতির প্রসার ঘটাতে চায় ও দেশে নতুন প্রযুক্তি, ব্যবসায় জ্ঞান এবং তাদের মূলধন আকর্ষণ করতে আগ্রহী হয় তখন একটি দেশের সরকার এফডিআইয়ের প্রচারে আগ্রহী হয়। বিভিন্নভাবে সরকার বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগকে উৎসাহিত করে। যেমন : আর্থিক উৎসাহ, অবকাঠামো, প্রশাসনিক প্রক্রিয়া এবং নিয়ন্ত্রক পরিবেশ, শিক্ষায় বিনিয়োগ এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আইনি স্থিতিশীলতা ইত্যাদির মাধ্যমে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সরকার স্থানীয় শিল্প এবং মূল সম্পদগুলো যেমন : তেল, খনিজ ইত্যাদি রক্ষা করতে এবং জাতীয় ও স্থানীয় সংস্কৃতি সংরক্ষণ করতে, দেশীয় জনসংখ্যার সুরক্ষা দিতে, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বজায় রাখতে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। রাজনৈতিক চিন্তাধারার ওপর ভিত্তি করে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের তিনটি মতাদর্শ আছে। সেগুলো হলো : ভিত্তিগত মতাদর্শ, মুক্তবাজার মতাদর্শ ও বাস্তববাদী মতাদর্শ।

পাঠ-৪.৩

আঞ্চলিক অর্থনৈতিক একীকরণ ও সমন্বিত চুক্তিসমূহ
Regional Economic Integration and Cooperative Agreements

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- আঞ্চলিক অর্থনৈতিক একীকরণ কী, তা জানতে পারবেন;
- অর্থনৈতিক একীকরণের স্তরসমূহ সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- উত্তর আমেরিকার মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি এবং এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় নেশনস অ্যাসোসিয়েশন (আসিয়ান) এবং এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং
- দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠান (সার্ক) এবং এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পারবেন।

আঞ্চলিক অর্থনৈতিক একীকরণ
Regional Economic Integration

আঞ্চলিক অর্থনৈতিক একীকরণ হলো বিভিন্ন দেশের মাঝে এমন একটি ব্যবস্থা, যা সাধারণত বাণিজ্য বাধা হ্রাস করে এবং আর্থিকসংক্রান্ত নীতিগুলোর মাঝে সমন্বয় করে। অর্থনৈতিক একীকরণের লক্ষ্য হলো গ্রাহক ও উৎপাদক উভয়ের জন্য ব্যয় হ্রাস করা এবং চুক্তিতে জড়িত দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধি করা। অর্থনৈতিক সংহতিকে অনেক সময় আঞ্চলিক সংহতকরণ বা আঞ্চলিক একীকরণ হিসেবেও উল্লেখ করা হয়। কারণ এটি প্রায়ই প্রতিবেশী দেশগুলোর মাঝে ঘটে।

অর্থনৈতিক একীকরণের স্তরসমূহ
Levels of Economic Integration

অর্থনৈতিক একীকরণ স্তরগুলোকে পাঁচটি সংযোজন স্তরে শ্রেণিবদ্ধ করা যেতে পারে।

১. মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল (Free Trade Area);
২. কাস্টম ইউনিয়ন (Custom Union);
৩. সাধারণ বাজার (Common Market);
৪. অর্থনৈতিক ইউনিয়ন (Economic Union);
৫. রাজনৈতিক ইউনিয়ন (Political Union)।

১. মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল (Free Trade Area)

মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল এমন একটি অঞ্চল, যেখানে একদল দেশ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিতে স্বাক্ষর করে এবং একে অপরের মধ্যে শুল্ক বা কোটা আকারে বাণিজ্য করতে সামান্য বিধি-নিষেধ বজায় রাখে। মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল (এফটিএ) তখনই তৈরি করা হয়, যখন কোনো অঞ্চলের দুই বা ততোধিক দেশ অন্য সদস্যদের কাছ থেকে আগত সমস্ত পণ্যে ব্যবসায়ের প্রতিবন্ধকতা হ্রাস বা নির্মূল করতে সম্মত হয়। উত্তর আমেরিকা মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (NAFTA) একটি মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চলের উদাহরণ এবং এতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এ ছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো-কানাডা বাণিজ্য চুক্তি;

আফ্রিকান কন্টিনেন্টাল মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি;

ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU)-কানাডা মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি;
ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU)-জাপানি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি;
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-দক্ষিণ কোরিয়া মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি ইত্যাদি বিভিন্ন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির উদাহরণ।

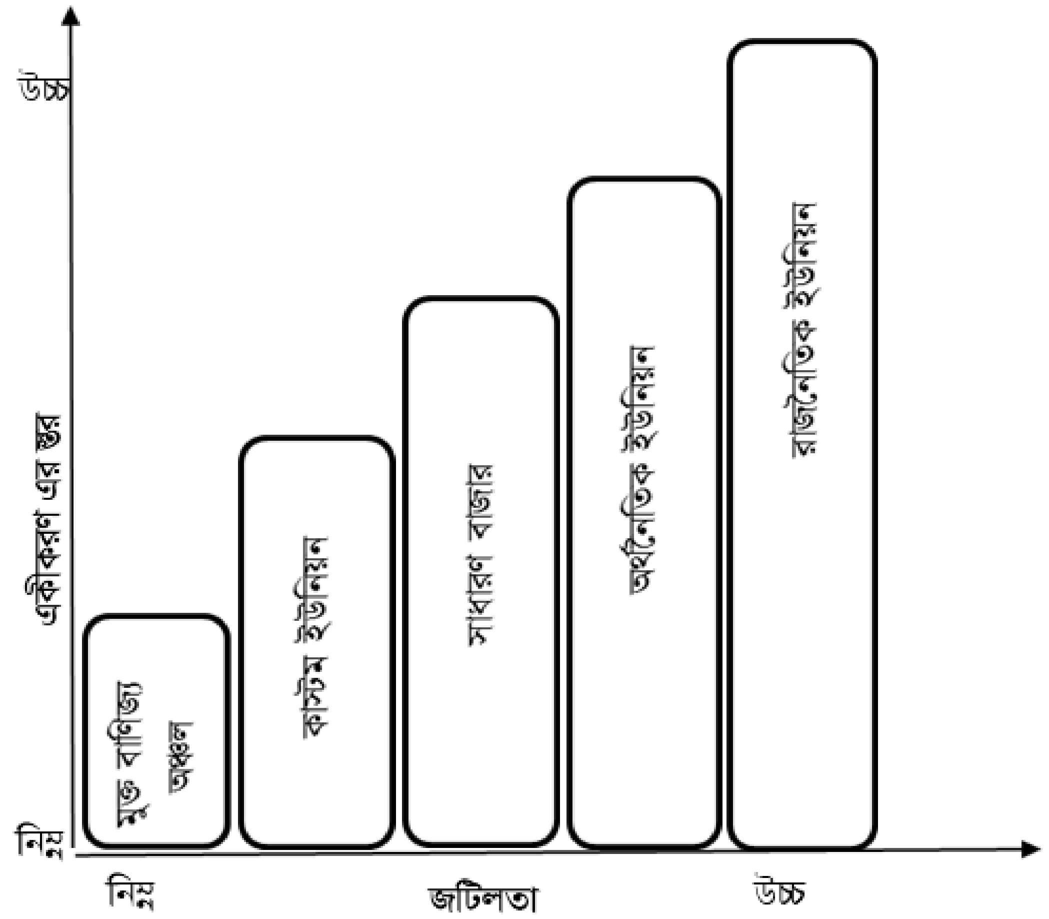
উচ্চ
একীকরণ এর স্তর
নিম্ন
মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল
কাস্টম ইউনিয়ন
সাধারণ বাজার
অর্থনৈতিক ইউনিয়ন
রাজনৈতিক ইউনিয়ন
নিম্ন
জটিলতা
উচ্চ

চিত্রঃ আঞ্চলিক অর্থনৈতিক একীকরণের স্তর

২. শুল্ক ইউনিয়ন (Custom Union)

সাধারণত শুল্ক ইউনিয়নকে এক ধরনের ট্রেড ব্লক হিসেবে ধরা হয়। একটি শুল্ক ইউনিয়ন এমন দেশগুলোর সমন্বয়ে গঠিত, যারা সদস্য দেশগুলোর মধ্যে শুল্ক এবং কোটা বাতিল করতে সম্মত হয়, যাতে পণ্য ও সেবার অবাধ চলাচলে উৎসাহিত হয়। কিন্তু অ-সদস্য দেশসমূহ থেকে আমদানির ক্ষেত্রে একটি সাধারণ বাহ্যিক শুল্ক গ্রহণ করে। উদাহরণস্বরূপ,
দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় নেশনস অ্যাসোসিয়েশন, আসিয়ান (Association of Southeast Asian Nations, ASEAN);
ক্যারিবিয়ান কমিউনিটি এবং সাধারণ বাজার (Caribbean Community and Common Market, CARICOM);
ইউরোপীয় ইউনিয়ন (European Union, EU) ইত্যাদি শুল্ক ইউনিয়নের উদাহরণ।

৩. সাধারণ বাজার (Common Market)

একটি সাধারণ বা একক বাজার সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক একীকরণের দিকে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। সাধারণ বাজারের মূল বৈশিষ্ট্য হলো, সমস্ত অর্থনৈতিক সম্পদকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য মুক্ত বাণিজ্য বাড়ানো। এর অর্থ পণ্য, সেবা, মূলধন এবং শ্রমের অবাধ চলাচলে অনুমতি দেওয়ার জন্য সমস্ত বাধা দূর করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, ইউরোপের ক্ষেত্রে একক বাজারকে সরকারিভাবে 'অভ্যন্তরীণ বাজার (Internal Market)' হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

৪. অর্থনৈতিক ইউনিয়ন (Economic Union)

অর্থনৈতিক ইউনিয়নের মাধ্যমে সদস্য দেশগুলোর মাঝে বাণিজ্যের জন্য সমস্ত শুল্ক সরিয়ে একটি ইউনিফর্ম (একক) বাজার তৈরি করা হয়। এর ফলে শ্রমের অবাধ চলাচল সৃষ্টি হয় এবং একটি সদস্য দেশে শ্রমিকরা সক্রিয়ভাবে অন্য সদস্য দেশে কাজ করতে সক্ষম হয়। সদস্য দেশগুলোর মধ্যে আর্থিক এবং রাজস্ব নীতিসমূহ সমন্বিত হয়, যা রাজনৈতিক একীকরণের একটি স্তরকে বোঝায়। এ ছাড়া মুদ্রা ইউনিয়ন সম্পর্কিত একটি পদক্ষেপ হলো, এখানে একটি সাধারণ মুদ্রা ব্যবহৃত হয়। যেমন–ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে ইউরোর ব্যবহার। অন্যান্য উদাহরণের মধ্যে রয়েছে,
পশ্চিম আফ্রিকান মুদ্রা ইউনিয়ন (West African Monetary Union);
পূর্ব ক্যারিবিয়ান মুদ্রা ইউনিয়ন (Eastern Caribbean Currency Union) ইত্যাদি।

৫. রাজনৈতিক ইউনিয়ন (Political Union)

রাজনৈতিক ইউনিয়ন হলো আঞ্চলিক একীকরণের বা সংহতকরণের সর্বোচ্চ স্তর। এটি একটি কার্যকর অর্থনৈতিক সংহতিকে গ্রহণ করে এবং এটি সাধারণ পরিচালনা কমিটি, আইনসভা প্রতিষ্ঠান এবং প্রয়োগকারী শক্তি প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত। সফল স্বেচ্ছাসেবী রাজনৈতিক একীকরণের একমাত্র উদাহরণ হলো ইউরোপীয় ইউনিয়ন (European Union)।

পরিশেষে অর্থনৈতিক একীকরণের বা সংহতকরণের মাত্রা বাড়ার সাথে সাথে এর জটিলতাও বৃদ্ধি পায়। এতে অসংখ্য বিধি-বিধান, প্রয়োগকরণ এবং সালিসি প্রক্রিয়াগুলোর একটি সেট জড়িত। জটিলতাগুলো ব্যয় বৃদ্ধি করে এবং জাতীয় নীতিমালার জন্য কম নমনীয়তার সুযোগ দেয়। ফলে অর্থনৈতিক একীকরণের ক্ষেত্রগুলোর প্রতিযোগিতা ক্ষুণ্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন

European Union (EU)

ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) হলো ২৮টি দেশের একটি দল, যা একটি সম্মিলিত অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ব্লক হিসেবে কাজ করে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন আইন সম্পর্কিত মানসম্পন্ন ব্যবস্থার মাধ্যমে একটি অভ্যন্তরীণ একক বাজার গড়ে তুলেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নে সদস্য রাষ্ট্রগুলো কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ে এক হয়ে কাজ করে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন অভ্যন্তরীণ বাজারের মধ্যে লোক, পণ্য, সেবা, পুঁজির অবাধ চলাচল নিশ্চিত করা, ন্যায়বিচার ও স্বরাষ্ট্রবিষয়ক আইন প্রণয়ন এবং বাণিজ্য, কৃষি, মৎস্য ও আঞ্চলিক উন্নয়নের বিষয়ে সাধারণ নীতি বজায় রাখে। এ ছাড়া ১৯টি দেশ ইউরোকে তাদের সরকারি মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের উদ্দেশ্যসমূহ

Purposes of European Union (EU)

ইউরোপীয় ইউনিয়নের উদ্দেশ্যগুলো হলো :

- শান্তি, মূল্যবোধ এবং এর নাগরিকদের জন্য মঙ্গল প্রচার করা;
- অভ্যন্তরীণ সীমানা পেরিয়ে স্বাধীনতা, নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার সরবরাহ;
- সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই;

- সুষম অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং মূল্য স্থিতিশীলতার ভিত্তিতে উন্নয়ন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, সামাজিক অগ্রগতি এবং পরিবেশের নিরাপত্তাসহ একটি অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক বাজার অর্থনীতি তৈরিতে সহায়তা করা;
- বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি প্রচার;
- ইইউ দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আঞ্চলিক সংহতি বৃদ্ধি;
- সদস্য দেশগুলোর সংস্কৃতি ও ভাষাগত বৈচিত্র্যকে সম্মান করা এবং
- একটি অর্থনৈতিক ও আর্থিক ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করা, যার মুদ্রা হবে ইউরো।

উত্তর আমেরিকা মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (নাফটা)

North American Free Trade Agreement (NAFTA)

উত্তর আমেরিকার মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (নাফটা) হলো যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো দ্বারা গৃহীত একটি চুক্তি, যা তিনটি দেশের মধ্যকার শুল্ক বাধা অপসারণের জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল। এটি ১৯ জানুয়ারি, ১৯৯৪ সালে কার্যকর করা হয়েছিল।

উত্তর আমেরিকা মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির (নাফটা) উদ্দেশ্যসমূহ

Purposes of North American Free Trade Agreement (NAFTA)

নাফটা চুক্তির ১০২ অনুচ্ছেদ অনুসারে এর উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ :

- স্বাক্ষরকারী দেশগুলোর জন্য 'সর্বাধিক অনুকূল রাষ্ট্র' মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা;
- পণ্য ও সেবার আন্তঃসীমান্ত চলাচলের সুবিধার্থে ব্যবসায়ের প্রতিবন্ধকতা দূর করা;
- সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার জন্য শর্ত প্রচার করা;
- বিনিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধি করা;
- বুদ্ধিদীপ্ত সম্পত্তির মালিকানা নিরাপত্তা এবং এর প্রয়োগকরণে সহায়তা করা;
- বাণিজ্য বিরোধের সমাধানের জন্য পদ্ধতি তৈরি করা এবং
- বাণিজ্য চুক্তির সুবিধাগুলো প্রসারিত করতে আরো ত্রিপক্ষীয়, আঞ্চলিক ও বহুপক্ষীয় সহযোগিতার কাঠামো স্থাপন করা ইত্যাদি।

দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় নেশনস অ্যাসোসিয়েশন (আসিয়ান)

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)

দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় নেশনস অ্যাসোসিয়েশন (আসিয়ান) হলো একটি আঞ্চলিক আন্তঃসরকারি প্রতিষ্ঠান, যা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ১০টি দেশকে নিয়ে গঠিত। এটি আন্তঃসরকারি সহযোগিতা প্রচার করে এবং এর সদস্য দেশসহ এশিয়ার অন্যান্য দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক, শিক্ষামূলক এবং আর্থ-সাংস্কৃতিক সংহতকরণে সহায়তা করে থাকে। আসিয়ানের ১০টি সদস্য রাষ্ট্র হলো : ব্রুনাই দারুসসালাম, কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, লাওস, মালয়েশিয়া, মিয়ানমার, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম।

দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় নেশনস অ্যাসোসিয়েশনের (আসিয়ান) উদ্দেশ্যসমূহ

Purposes of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)

দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় নেশনস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্দেশ্যগুলো হলো :

- সমৃদ্ধি ও অংশীদারিত্বের চেতনায় যৌথ প্রয়াসের মাধ্যমে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, সামাজিক অগ্রগতি, শান্তিপূর্ণ জনগোষ্ঠী এবং সাংস্কৃতিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করা;
- এই অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারের প্রতি শ্রদ্ধা ও আইনের শাসনের মাধ্যমে এবং জাতিসংঘের সনদের নীতি অনুসরণ করার মাধ্যমে আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতার প্রচার করা;

- ১৯৯৫ সালে আসিয়ান রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধানরা ফের নিশ্চিত করেছিলেন যে ‘সমবায় শান্তি ও ভাগাভাগি সমৃদ্ধিই হবে আসিয়ানের মৌলিক লক্ষ্য’।

দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠান (সার্ক)

South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC)

দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠান (সার্ক) হলো একটি আঞ্চলিক আন্তঃসরকারি প্রতিষ্ঠান। এটি দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর জন্য একটি ভূ-রাজনৈতিক ইউনিয়ন। এর সদস্য দেশগুলো হলো : আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, মালদ্বীপ, নেপাল, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা। সার্ক ১৯৮৫ সালের ৮ ডিসেম্বর ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানটি প্রধানত দেশগুলোর মাঝে অর্থনৈতিক ও আঞ্চলিক সংহতকরণের উন্নয়নে কাজ করে।

দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠানের (সার্ক) উদ্দেশ্যসমূহ

Purposes of South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC)

সার্কের প্রধান উদ্দেশগুলো নিম্নরূপ :

- দক্ষিণ এশিয়ার মানুষের কল্যাণ এবং তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নীত করা;
- অর্থনৈতিক বিকাশ, সামাজিক অগ্রগতি এবং সাংস্কৃতিক বিকাশ ত্বরান্বিত করা;
- দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সম্মিলিত স্বনির্ভরতা প্রচার ও জোরদার করা;
- একে অপরের সমস্যা বোঝা এবং পারস্পরিক বিশ্বাস স্থাপন করা;
- অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, প্রযুক্তিগত এবং বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে সক্রিয় সহযোগিতা ও পারস্পরিক সহায়তা করা;
- অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের সাথে সহযোগিতা জোরদার করা;
- সাধারণ স্বার্থের বিষয়ে আন্তর্জাতিক আকারে নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা জোরদার করা এবং
- একই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সহযোগিতা করা।

সারসংক্ষেপ :

আঞ্চলিক অর্থনৈতিক একীকরণ হলো বিভিন্ন দেশের মাঝে এমন একটি ব্যবস্থা, যা সাধারণত বাণিজ্য বাধা হ্রাস করে এবং আর্থিকসংক্রান্ত নীতিগুলোর মাঝে সমন্বয় করে। অর্থনৈতিক একীকরণের লক্ষ্য হলো গ্রাহক ও উৎপাদক–উভয়ের জন্য ব্যয় হ্রাস করা এবং চুক্তিতে জড়িত দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধি করা। অর্থনৈতিক একীকরণ স্তরগুলোকে পাঁচটি সংযোজন স্তরে ভাগ করা হয়। এগুলো হলো, মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল (Free Trade Area), কাস্টম ইউনিয়ন (Custom Union), সাধারণ বাজার (Common Market), অর্থনৈতিক ইউনিয়ন (Economic Union) এবং রাজনৈতিক ইউনিয়ন (Political Union)। ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) হলো ২৮টি দেশের একটি দল, যা একটি সম্মিলিত অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ব্লক হিসেবে কাজ করে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন অভ্যন্তরীণ বাজারের মধ্যে লোক, পণ্য, সেবা, পুঁজির অবাধ চলাচল নিশ্চিত করা, ন্যায়বিচার ও স্বরাষ্ট্রবিষয়ক আইন প্রণয়ন এবং বাণিজ্য, কৃষি, মৎস্য ও আঞ্চলিক উন্নয়নের বিষয়ে সাধারণ নীতি বজায় রাখে। উত্তর আমেরিকার মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (নাফটা) হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো দ্বারা গৃহীত একটি চুক্তি, যা তিনটি দেশের মধ্যকার শুল্ক বাধা অপসারণের জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল। এটি ১৯ জানুয়ারি, ১৯৯৪ সালে কার্যকর করা হয়েছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় নেশনস অ্যাসোসিয়েশন (আসিয়ান) হলো একটি আঞ্চলিক আন্তঃসরকারি প্রতিষ্ঠান, যা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ১০টি দেশকে নিয়ে গঠিত। এটি আন্তঃসরকারি সহযোগিতা প্রচার করে এবং এর সদস্য দেশসহ এশিয়ার অন্যান্য দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক, শিক্ষামূলক এবং আর্থ-সাংস্কৃতিক সংহতকরণে সহায়তা করে থাকে। দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠান (সার্ক) হলো একটি আঞ্চলিক আন্তঃসরকারি প্রতিষ্ঠান। এটি দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর জন্য একটি ভূ-রাজনৈতিক ইউনিয়ন। প্রতিষ্ঠানটি প্রধানত দেশগুলোর মাঝে অর্থনৈতিক ও আঞ্চলিক সংহতকরণের উন্নয়নে কাজ করে।

রেফারেন্স বইসমূহ

- Charles W. L. Hill (2007), International Business : Competing in the Global Marketplace (6/e) McGraw-Hill Higher Education.
- Richard M. Hodgetts, Fred Luthans, and Jonathan P. Doh, International Management : Culture, Strategy and Behavior, (6/e), Tata McGraw-Hill Publishing Company, New Delhi.
- Helen Deresky, International Management : Managing Across Borders and Cultures, (4/e), Prentice-Hall of India Pvt. Ltd. New Delhi.

ইউনিট-উত্তর মূল্যায়ন

১. মুক্ত বাণিজ্য বলতে কী বোঝায় এবং মুক্ত বাণিজ্যে সরকার কীভাবে হস্তক্ষেপ করে? আলোচনা করুন।

২. বাণিজ্যনীতির উপকরণ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৩. বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা এবং এর কার্যাবলি সম্পর্কে বর্ণনা করুন।

৪. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বাধার পক্ষে ও বিপক্ষে কী যুক্তি রয়েছে? আলোচনা করুন।

৫. বেশির ভাগ সময়ই মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিগুলো বিতর্কিত হয়। মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি কি প্রতিষ্ঠানের জন্য, তাদের কর্মচারীর জন্য এবং অন্য মূল স্টেকহোল্ডারদের পক্ষে উপকারী কি না। আলোচনা করুন।

৬. ব্যবসায়প্রতিষ্ঠানগুলো যদি বেশি পরিমাণ রপ্তানি করতে না পারে তবে শুধু অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের মাধ্যমে একটি দেশ কি লাভবান হতে পারে? আলোচনা করুন।

৭. বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ কী এবং এটি কীভাবে কাজ করে–আলোকপাত করুন।

৮. বিভিন্ন ধরনের বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৯. বৈদেশিক বিনিয়োগ কি জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত কি না–বর্ণনা করুন।

১০. যে বিষয়গুলো ব্যবসায়প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে, তা আলোচনা করুন।

১১. সরকার কীভাবে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগকে উৎসাহিত এবং সীমাবদ্ধ করে–ব্যাখ্যা করুন।

১২. রাজনৈতিক চিন্তাধারা এবং বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের মতাদর্শ সম্পর্কে লিখুন।

১৩. বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ কি জাতীয় স্বাধীনতার ক্ষতির কারণ? ব্যাখ্যা করুন।

১৪. অভ্যন্তরীণ এফডিআই একটি উন্নয়নশীল অর্থনীতি এবং উন্নত অর্থনীতির পক্ষে খারাপ এবং এটি কঠোর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকা উচিত। মতবাদটি আলোচনা করুন।

১৫. সুদের হার কীভাবে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগকে প্রভাবিত করে?

১৬. বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর (এমএনসি) মাধ্যমে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ একটি আয়োজক দেশে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। আয়োজক দেশে এর ইতিবাচক প্রভাব এবং নেতিবাচক প্রভাবগুলো শনাক্ত করুন এবং ব্যাখ্যা করুন।

১৭. ব্যবসায়প্রতিষ্ঠানগুলো রপ্তানি বা লাইসেন্সিংয়ের চেয়ে কেন এফডিআইকে বেশি পছন্দ করে?

১৮. কেন বৈদেশিক বাজারে প্রতিষ্ঠানগুলো সুযোগের অন্বেষণ করে?

১৯. সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চীন এফডিআইয়ের জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রাপক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার বিষয়টি কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

২০. বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মুদ্রা ঝুঁকি এবং রাজনৈতিক ঝুঁকি কীভাবে হ্রাস করা যায়?

২১. বেশির ভাগ এফডিআই নিম্ন বেতনে শ্রম অর্জনের জন্য তৈরি করা হয়। আপনি কি এই মতবাদের সাথে একমত বা দ্বিমত পোষণ করছেন? কেন? ব্যাখ্যা করুন।

২২. আঞ্চলিক অর্থনৈতিক একীকরণের স্তরগুলো কীভাবে কাজ করে? আলোচনা করুন।

২৩. নিচের আঞ্চলিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে লিখুন এবং এর উদ্দেশ্যগুলো আলোচনা করুন।
ক। ইউরোপীয় ইউনিয়ন; খ। উত্তর আমেরিকা মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (নাফটা);
গ। দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় নেশনস অ্যাসোসিয়েশন (আসিয়ান); ঘ। দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠান (সার্ক)।